Ghumer Ghore by Kazi Nazrul Islam

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

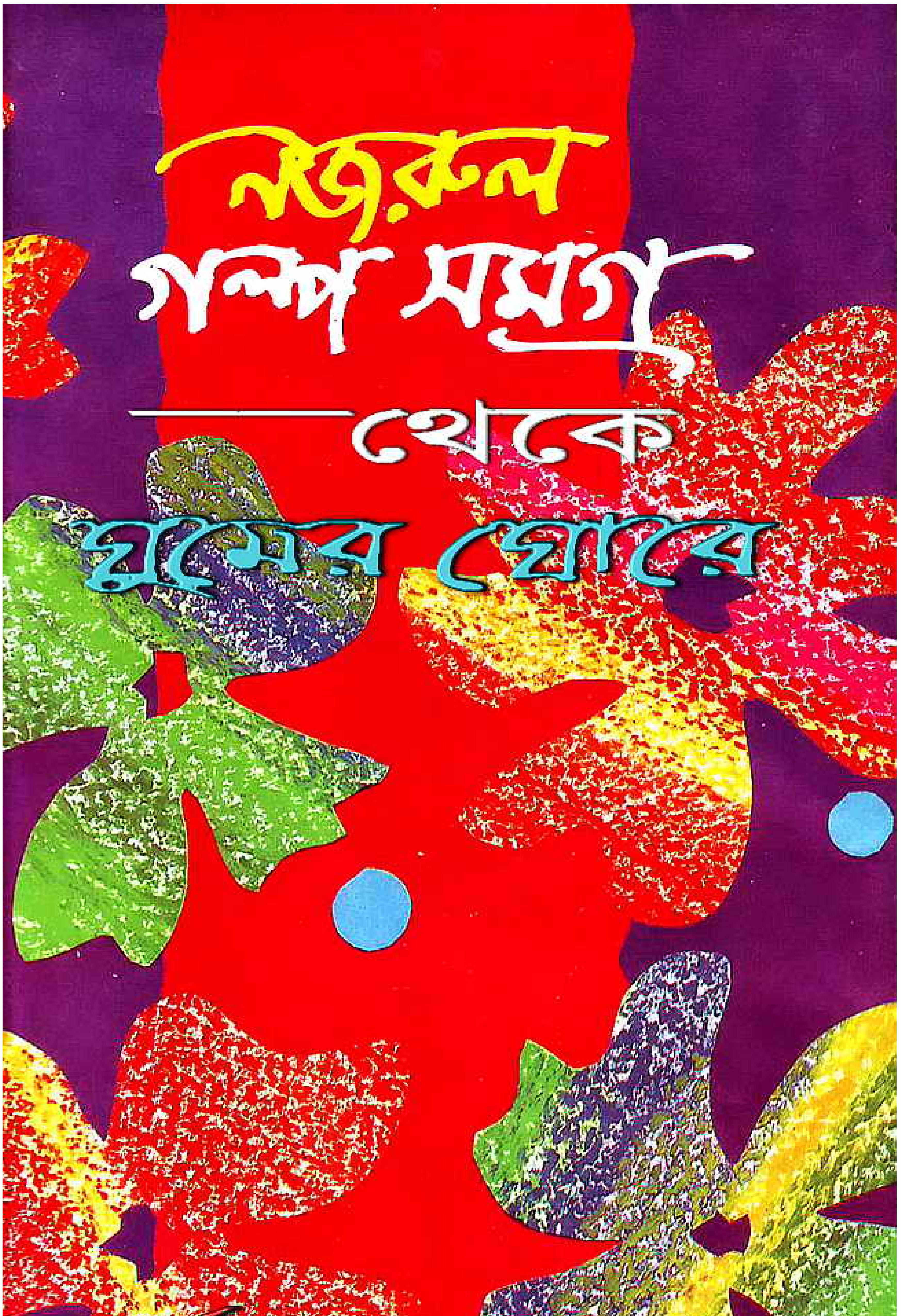
নজরুল
গল্প সমগ্র
থেকে
ঘুমের ঘোরে
মূর্ছনা

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

আজহারের কথা

আফ্রিকা
সাহারার মরুদ্যান-সন্নিহিত ক্যাম্প

ঘুম ভাঙলো। ঘুমের ঘোর তবু ভাঙলো না। ... নিশি আমার ভোর হ'ল, সে স্বপ্নও ভাঙলো, আর তার সঙ্গে ভাঙলো আমার বুক।

কিন্তু এই যে তার শাশ্বত চিরন্তন স্মৃতি, তার ইতি নেই। না—না, মরুর বুকে ক্ষীণ একটু ঝরণা-ধারার মত এই অম্লান স্মৃতিটুকুই তো রেখেছে আমার শূন্য বক্ষ স্নিগ্ধ-সান্ত্বনায় ভ'রে। ব'য়ে যাও ওগো আমার উষর মরুর ঝর্ণা-ধারা ব'য়ে যাও এমনি ক'রে বিশাল সে এক তৃপ্ত শূন্যতায় তোমার দীঘল রেখায় শ্যামলতার স্নিগ্ধ ছায়া রেখে। দুর্বল তোমার এই পূত-ধারাটি বাঁচিয়ে রেখেছে বিরাট কোন্ এক মরু ভূ-প্রান্তরকে, তা তুমি নিজেও জান না,-তবু ব'য়ে যাও ওগো ক্ষীণতোয়া নির্ঝরিণীর নির্মল ধরা ব'য়ে যাও!

নিশি-ভোরটা নাকি বিশ্ববাসী সবার কাজেই মধুর, তাই এ-সময়কার টৌড়ি রাগিণীর কল-উচ্ছ্বাসে জাগ্রত নিখিল অখিলের পবিত্র আনন্দ-সরসী-সলিলে ক্রীড়ারত মরাল-যূথের মত যেন সঞ্চরণ ক'রে বেড়ায়,-কিন্তু আমার নিশি ভোর না হ'লেই ছিল ভাল। এ আলো আমি আর সইতে পারছি নে,—এ যে আমার চোখ ঝল্‌সিয়ে দিলে! এ কি অকল্যাণময় প্রভাত আমার!

ভোর হল। বনে বনে বিহগের ব্যাকুল কূজন বনান্তরে গিয়ে তার প্রতিধ্বনির রেশ রেখে এল! সবুজ শাখীর শাখায় শাখায় পাতার কোলে ফুল ফুটল। মলয় এল বুলবুলির সাথে শিস্ দিতে দিতে। ভ্রমর এল পরিমল আর পরাগ মেখে শ্যামার গজল-গানের সাথে হাওয়ার দাদ্‌রা তালের তালে তালে নাচতে নাচতে। কোয়েল দোয়েল পাপিয়া সব মিলে সমস্বরে গান ধ'রলে,—

"ওহে সুন্দর মরি মরি!
তোমায় কি দিয়ে বরণ করি!"

অচিন কার কণ্ঠ-ভরা ভৈরবীর মীড় মোচড় খেয়ে উঠল—"জাগো পুরবাসী।" সুষুপ্ত বিশ্ব গা-মোড়া দিয়ে তারই জাগরণের সাড়া দিলে।

"তুমি সুন্দর, তাই নিখিল বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।"

—প'ড়ে রইলুম কেবল আমি উদাস আনমনে, আমার এই অবসাদ ভরা বিষণ্ণ দেহ ধরার বুকে নিতান্ত সঙ্কুচিত গোপন ক'রে-হাস্যমুখরা তরুল উষার

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

গালের একটেরে এক কণা অশুষ্ক অশ্রুর মত! অথচ এই যে এক বিন্দু অশ্রুর খবর, তা উষা-বালা নিজেই জানে না, গত নিশি খোওয়াবের খামখেয়ালীতে কখন সে কার বিচ্ছেদ ব্যথা কল্পনা ক'রে কেঁদেছে, আর তারই এক রতি স্মৃতি তার পান্ডুর কপোলে পূত ম্লানিমার ঈষৎ আঁচড় কেটে রেখেছে!

ঘুমের ঘোর টুটলেই শোর ওঠে,—ঐ গো ভোর হ'ল! জোর বাতাসে সেই কথাটি নিভৃত সব কিছুর কানে-কানে গুঞ্জরিত হয়। সবাই জাগে—ওঠে—কাজে লাগে। আমার কিন্তু ঘুমের ঘোর টুটেও উঠতে ইচ্ছে ক'রছে না। এখনও আফসোসের আঁসু আমার বইছে আর বইছে।

সব দোরই খুল্‌ল, কিন্তু এ উপুড়-করা গোরের দোর খুলবে কি ক'রে? —না, তা খোলাও অন্যায়, কারণ এ গোরের বুকে আছে শুধু গোর ভরা কঙ্কাল আর বুক-ভরা বেদনা, যা শুধু গোরের বুকেই থেকেছে আর থাকবে। দাও ভাই তাকে প'ড়ে থাকতে দাও এমনি নীরবে মাটি কাম্‌ড়ে আর ঐ পথ বেয়ে যেতে যেতে যদি ব্যথা পাও, তবে শুধু একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলো, আর কিচ্ছু না।

*　　　　*　　　　*

আচ্ছা, আমি এই যে আমার কথাগুলো লিখে রাখছি সবাইকে লুকিয়ে, এ কি আমার ভাল হ'চ্ছে? নাঃ তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি নে, এ ভাল, না মন্দ। হাঁ আর এই যে আমার লেখার ওপর কুয়াশার মত তরল একটা আবরণ রেখে যাচ্ছি, এটাও ইচ্ছায় না অনিচ্ছায়?

তাই ব'লছি এখন যেমন আমি অনেকেরই কাছে আশ্চর্য একটা প্রহেলিকা, আমি চাই চিরটাদিনই এমনি ক'রে নিজেকে লুকিয়ে থাকতে—আমার সত্যিকার ব্যথার উৎসে পথর চাপা দিয়ে আর তারই চারিপাশে আবছায়ার জাল বুনে ছাপিয়ে থাকতে, বুকের বেদনা আমার গানের মুখর কলতানে ডুবিয়ে দিতে। কেননা, যখন লোকে ভাববে আর হাসবে, যে, ছি। সৈনিকেরও এমন একটা দুর্বলতা থাকতে পারে!

না না,—এখন থেকে আমার বুক সে চিন্তাটার লজ্জায় ভ'রে উঠছে। আমার এই ছোট কথা ক'টি যদি এমনি এক করুণ আবছায়ার অন্তরালের রেখে যাই, তা'হলে হয়তো কারুর তা বুঝবার মাথা-ব্যথা হবে না। আর কোন অকেজো লোক তা বুঝবার চেষ্টা ক'রলেও আমায় তেমন দুষতে পারবে না!

দূর ছাই, যত সব সৃষ্টিছাড়া চিন্তা! কারই বা গরজ প'ড়েছে আমার এ লেখা দেখবার? তবু যে লিখছি? মানুষ মাত্রেই চায় তার বেদনায় সহানুভূতি, তা নইলে তার জীবনভরা ব্যথার ভার নেহাত অসহ্য হ'য়ে পড়ে যে! দরদী বন্ধুর কাছে তার দুঃখের কথা ক'য়ে আর তার একটু সজল সহানুভূতি আকর্ষণ ক'রে যেন তার ভারাক্রান্ত হৃদয় লঘু হয়। তা ছাড়া, যতই চেষ্টা করুক, আগ্নেয়গিরি যার বুক–ভরা আগুনের তরঙ্গ যখন নিতান্ত সামলাতে না পেয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে, তখন কি অত বড় শক্ত পাথরের পাহাড়ও তা চাপা দিয়ে আটকে রাখতে পারে? কখনই না। বরং সেটা আটকাতে যাবার প্রাণপণ আয়াসের দরুন পাহাড়ের বুকের

পাষাণ-শিলাকে চুর-মার ক'রে উড়িয়ে দিয়ে আগুনের যে হলকা ছোটে, সে দুর্নিবার স্রোতকে থামায় কে?...

হাঁ, তবু ভাববার বিষয় যে, সে দুর্দম দূর্বার বাম্পোচ্ছ্বাসটা আগ্নেয়গিরির বুক থেকে নির্গম হ'য়ে যাবার পরই সে কেমন নিস্পন্দ শান্ত হ'য়ে পড়ে! তখন তাকে দেখলে বোধ হয়, মৌন এই পাষাণ স্তূপের যেন বিশ্বের কারুর কাছে কারুর বিরুদ্ধে কিছু ব'লবার কইবার নেই! শুধু এক পাহাড় ধীর প্রশান্ত নির্বিকার শান্তি! ... আঃ, সেই বেশ!

আচ্ছা, বাইরে আমি এতটা নিষ্করণ নির্মম হ'লেও আমার যে এই মরু ময়দানে শুকনো বালির নীচে ফল্গুধারার মত অন্তরের বেদনা, তার জন্যে করুণায় একটি আঁখিও কি সিক্ত হয় না? এতই অভিশপ্ত বিড়ম্বিত জীবন আমার! হয়তো থাকতেও পারে। তবু চাইনে যে?—না, ভাই, না, প্রত্যাখ্যান আর বিদ্রূপের ভয় ও বেদনা যে বড় নিদারুণ! তাই আমার অন্তরের ব্যথাকে আর লজ্জাতুর ক'রতে চাই নে-চাই নে। হয়তো তাতে সে কোন এক পবিত্র স্মৃতির অবমাননা করা হবে। সে তো আমি সইতে পারব না।! অথচ একটু সান্ত্বনাও যে এ নিরাশ নীরস জীবনে খুবই কামনার জিনিস হ'য়ে প'ড়েছে। এখন আমার সান্ত্বনা হ'চ্ছে এই লিখেই—এমনি ক'রে আমার এই গোপন খাতাটির শাদা বুকে তারই সেই বেদনাতুর মূর্তিটিরই প্রতিচ্ছবি আবছায়ায় এঁকে। আমার শাদা খাতার এই কালো কথাগুলি আর গানের স্নিগ্ধ-কল্লোল এই দু'টি জিনিসই আগুন-ভরা জীবনে সান্ত্বনা-ক্ষীর ঢেলে দিচ্ছে আর দেবে!...

আমার আজ দুনিয়ার কারুর ওপর অভিমান নেই, আমার সমস্ত মান-অভিমান এখন তোমারই ওপর খোদা! তুমিই তো আমায় এমন ক'রে রিক্ত ক'রেছ, তুমিই যে আমার সমস্ত স্নেহের আশ্রয়কে ঝ'ড়ো-হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সারা বিশ্বকে আমার ঘর ক'রে তুলেছ,—এখন পর হ'লে চ'লবে না-এড়িয়ে যেতেও পারবে না। এখন তুমি না সইলে এ দুরন্তের আব্দার অত্যাচার কে সইবে বল? ওগো আমার দুর্জ্ঞেয় মঙ্গলময় প্রভু, এখন তুমিই আমার সব!

*　　　*　　　*

হাঁ, এখনই লিখে থুই, নইলে কে জানে কোন দিন দুষমনের শেলের একটা তীব্র আঘাত ক্ষণিকের জন্যে বুকে অনুভব ক'রে চিরদিনের মত নিথর-নিঝুম হ'য়ে প'ড়ব! এই মহাসমর-সাগরে ছোট্ট এক বুদ্বুদের মতই মাথা তুলে উঠেছি, আবার হয়তো এক পলকেই আমার ক্ষুদ্র বুকের সমস্ত আশা-উৎসাহ ব্যথা-বেদনা থেমে গিয়ে ঐ বুদ্বুটির মতই কোথায় মিলিয়ে যাব! কেউ আহা ব'লবে না—কেউ উঁহু ক'রবে না! আমার কাছে সেই মৃত্যুর চিন্তা কেমন একরকম প্রশান্ত মধুর!

আর একটা কথা,—আমাকে কিন্তু বাইরে এখনকার মতই এমনি রণদুর্দম, কর্তব্যের সময় এমনিই মায়া-মমতাহীন ক্রূর সেনানী, যুদ্ধে সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের চেয়েও দুর্বিনীত দূর্বার নর-রক্তপিপাসু দুর্বৃত্ত দানবের মতই থাকতে হবে। কলের মানুষের মত আমার অধীন সৈনিকগণ যেন আমার হুকুম মানতে শেখে। আমার

www.MurchOna.com

দায়িত্বজ্ঞানে আমার কাজে কলঙ্ক বা শৈথিল্যের যেন এতটুকু আঁচড় না পড়ে! সৈনিকের যে এর বড় বদনাম নেই। তারপর কর্তব্য-অবসানেই আমি তাদের সেই চিরহাস্য-প্রফুল্ল গীতি-মুখর স্নেহময় ভাই। তখন আমার অগ্নি-উদ্‌গারী নয়নেই যেন স্নেহের সুরধনী ক্ষরে, বজ্রনির্ঘোষের মত এই কাঠখোট্টা স্বরই যেন করুণা আর স্নেহ-ক্ষীর হ'য়ে ঝরে, আমার কণ্ঠ–ভরা গানে তাদের চিত্তের সব গ্লানি দূর হ'য়ে যায়। আমার অন্তর আর বাহির যেন এমন একটা অস্বচ্ছ আবরণে চির-আবৃত থাকে যে, কেউ আমার সত্যিকার কান্নারত মূর্তিই দেখতে না পায়, হাজার চেষ্টাতেও না।

খোদা, আমার অন্তরের এই উচ্ছ্বসিত তপ্তশ্বাস যেন আনন্দ-পূরবীর মুখর-তানে চিরদিনই এমনই ঢাকা পড়ে যায়, শুধু এইটুকুই এখন তোমার কাছে চাইবার আছে। আর যদি এই অজানার অচিন ব্যথায় কোন অবুঝ হিয়া ব্যথিয়ে ওঠে, তবে সে যেন মনে-মনে আমার প্রার্থনায় যোগ দিয়ে বলে, —"আহা, তাই হোক!" কেননা, এমনিতর স্নেহ-কাঙাল যারা — যাদের মৃত্যুতে এক ফোঁটা আঁসু ফেলবারও কেউ নেই এ দুনিয়ায়, যারা কারুর দয়া চায় না, অথচ এক বিন্দু স্নেহ-সহানুভূতির জন্যে উদ্বেগ-উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে থাকে, তাদের দেবার এর বেশি কিছু নেই, আর থাকলেও তারা তা চায়ও না। এই একটু স্নিগ্ধ বাণীই গুহার ম্লান বুকে জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোর মত তাদের সান্তনা দেয়।

*　　　　*　　　　*

সে ছিল এমনি এক চাঁদনী চর্চিত যামিনী, যাতে আপনি দয়িতের কথা মনে হ'য়ে মর্মতলে দরদের সৃষ্টি ক'রে। মদির খোশবুর মাদকতায় মল্লিকা- মালতীর মঞ্জুল মঞ্জরীমালা মলয় মারুতকে মাতিয়ে তুলেছিল। উগ্র রজনীগন্ধার উদাস সুবাস অব্যক্ত-অজানা একটা শোক-শঙ্কায় বক্ষ ভ'রে তুলেছিল।

সে এল মঞ্জীর-মুখর চরণে সেই মুকুলিত লতাবিতানে। তার বাম ক'রে ছিল চয়িত-ফুলের ঝাঁপি। কবরী ভ্রষ্ট আমের মঞ্জরী শিথিল হ'য়ে তারই বুকে ঝ'রে ঝ'রে প'ড়ছিল; ঠিক পুষ্প পাপড়ি বেয়ে পরিমল ঝরার মত। কপোল চুম্বিত তার চূর্ণকুন্তল হ'তে বিক্ষিপ্ত কেশর রেণুর গন্ধ লুটে নিয়ে লালস-আলস ক্লান্ত সমীর এরই খোশ-খবর চারিদিকে রটিয়ে এল, — ওগো, ওঠ, দেখ ঘুমের দেশ পেরিয়ে স্বপ্ন-বধূ এসেছে। উল্লাস-হিল্লোল শাখায় শাখায় ঘুমন্ত ফুল দোল খেয়ে উঠল। আমার কপাল ঘামে ভ'রে উঠল, বক্ষ দুরু দুরু ক'রে কাঁপিয়ে গেল সে কোন বিবশ শঙ্কা! ঘন ঘন শ্বাস প'ড়ে আমার হাতের কামিনী-গুচ্ছটির দলগুলি খ'সে খ'সে পড়তে লাগল। আমার বোধ হ'ল, এ কোন ঘুমের দেশের রাজকন্যা আমার কিশোরী মানস-প্রতিমার পূর্ণ পরিণতির রূপে এসে আমার চোখে স্বপ্নের জাল বুনে দিচ্ছে। ভয়ে ভয়ে আমার আবিষ্ট চোখের পাতা তুলেই দেখতে পেলুম, বেতস লতার মত সে আমার সামনে অবনত-মুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। আমাকে চোখ মেলে চাইতে দেখে যেন সে চ'লে যেতে চাইলে। আমি তাড়াতাড়ি ভীত জড়িত স্বরে ব'ললুম, — "কে তুমি?"

www.MurchOna.com

তার আয়ত আঁখির এক অনিমিখ চাউনি দিয়ে আমার পানে চেয়েই সে থ'মকে দাঁড়াল। শুক্ল জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তার দুটি বড় বড় চোখে চোখ-ভরা জল।... এক পলকে পরীর নূপুরের রুণু-ঝুনু শিঞ্জিনী চ'মকে যেন কি ব'লে উঠল। আনন্দ ছন্দের হিন্দোলার দোল আর দুলল না। অসম্বৃতা আর লুণ্ঠিত চঞ্চল অঞ্চল সম্বৃত হ'ল। শিথিলবসনার ফুল্ল কপোলে লাজ-শোণিমা বিদীর্ণ প্রায় দাড়িম্বের মত হিঙ্গুল হ'য়ে ফুটল। সমীরের থামার সাথে সাথে যে উল্লসিত সরসী সলিলের কল-কল্লোল নিথর হ'য়ে থামল, আর তারই বুকে একরাশ পাতার কোলে দু'টি রক্ত পদ্ম ফুটে উঠল। ত্রস্তা কুরঙ্গীর মত ভীতি নলিন-নয়নে করুণার সঞ্চার ক'রলে। বার বার সংযত হ'য়ে ক্ষীণকণ্ঠে সে কইলে— "তুমি —আপনি কখন এলেন?" —

আমি ব'ললুম, —"আজ এসেছি। তুমি বেশ ভাল আছ পরী?"

সে একটু ক্লিষ্ট হাসি হেসে কইলে, "হ্যাঁ, আজ এখানে মা আর আমাদের বাড়ির সকলে বেড়াতে এসেছেন। এ বাগানটা ভাইজান নতুন ক'রে ক'রলেন কিনা। ঐ যে তাঁরা পুকুরটার পাড়ে ব'সে গল্প করছেন।"

আমার নেশা অনেকটা কেটে গেল। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে ব'ললুম, "ওঃ আজ প্রায় দু'বছর পরে আমাদের দেখা, নয় পরী? তোমাকে যেন একটু রোগা-রোগা দেখাচ্ছে, কোন অসুখ করেনি তো?"

সে তার ব্যথিত দুটি আঁখির আর্ত দৃষ্টি দিয়ে আমার পানে অনেকক্ষণ চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, —"না।"

তার পরেই যেন তার কি কথা মনে প'ড়ে গেল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ক'য়ে উঠল, "আপনি। এখানে কেন আর? যান!.."

এক নিমেষে, এমন আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না যেন দপ ক'রে নিভে গেল। একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতের বেদনায় সমস্ত দেহ আমার অনেকক্ষণের জন্যে নিস্সাড় হ'য়ে রইল। কখন যে মাথা ঘুরে প'ড়ে পাশের বেঞ্চিটার হাতায় লেগে আমার বাম চোখের কাছে অনেকটা ফেটে গিয়ে তা দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে খুন ঝ'রছিল, আর পরী তার আঁচলের খানিকটা ছিঁড়ে আমার ক্ষতটায় পটি বেঁধে দিয়েছিল, তা আমি কিছুই জানতে পারি নি। যখন চোখ মেলে চাইলুম, তখন পরী আমার আঘাতটাকে জল চুঁইয়ে দিচ্ছে, আর সেই চোঁয়ানো জলের চেয়েও বেগে তার দু-চোখ বেয়ে অশ্রু চুঁয়ে প'ড়ছে।... এতক্ষণে আহত অভিমান আমার সারা বক্ষ আলোড়িত ক'রে গুমরে উঠল। বিদ্যুৎবেগে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আহত স্বরে ব'ললুম, "বড় ভুল হ'য়েছে পরী, তুমি আমায় ক্ষমা ক'রো।"

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে যেন কি সামলে নিলে, তার পরে আনমনে চিবুক ছোঁওয়া তার একটা পীত গোলাপের পাপড়ি নখ দিয়ে টুঙতে টুঙতে অভিভূতের মত কি ব'লে উঠল।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না, ব'ললুম,— "তবে যাই পরী।" অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে সে ব'লে উঠল, "আহ, তাই যাও।"

www.MurchOna.com

কিন্তু জ্যোৎস্না-বিবশা নিশীথিনীর মতই যেন তার চরণ অবশ হ'য়ে উঠেছিল, তাই কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠিত বদনে সে পাথরের মত সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। যখন দেখলুম, হেমন্তে শিশির পাতের মত তার দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ছে, তখন অতি কষ্টে আমার এক বুক দীর্ঘশ্বাস চেপে চ'লে এলুম। তখন তীক্ষ্ণ ক্লেশের চোখা বাণ আমার বাইরে-ভিতরে এক অসহনীয় ব্যথার সৃষ্টি ক'রছিল। মনে হ'চ্ছিল, এই চাঁদিমা গর্বিত যামিনীর সমগ্র বক্ষ ব্যেপে শাহানা সুরের পাষাণ-ফাটা কান্না আকণ্ঠ ফুঁপিয়ে উঠছে, আর তাই সে শুধু সিক্ত চোখে মৌন মুখে আকাশ ভরা তারার দিকে তাকিয়ে ভাবছে, আকাশের মত আমারও মর্ম ভেদ ক'রে এমনি কোটি কোটি আগুন ভরা তারা জ্বলছে,-উষ্ণতায় সে-গুলো মার্তণ্ডের চেয়েও উত্তপ্ত। স্থির সৌদামিনীর মত সেগুলো শুধু জ্বালাময়ী প্রখর তেজে জ্বলছে—ধু-ধু-ধু!

* * *

এটাও একবার কিন্তু মনে হ'য়েছিল সে দিন যে, আহ, কি হতভাগা আমি। যা পেয়েছিলাম, তাতেই সন্তুষ্ট থাকলুম না কেন?

দূরে থেকে ঐ একটু অনুরাগ-সঞ্চিত সলাজ চাউনি — নানান কাজের অনর্থক ব্যস্ততার আড়ালে দু'তিন বার দৃষ্টি বিনিময়, হঠাৎ একটি শিহরণ-ভরা পরশ,-যাই যাই ক'রেও না যেতে পারার সলজ্জ কুণ্ঠা, মুখর হাসি ওষ্ঠ অধরের নিষ্পেষণে চাপতে গিয়ে চোখের তারায় ফুটে ওঠা, আর সেই শরমে কর্ণমূলটি আরক্ত হ'য়ে ওঠা, — এই সব ছোট খাটো পাওয়া আর টুকরো টুকরো আনন্দের গাঢ় অনুভূতি আমার প্রাণে যে এক নিবিড় মাধুরীর মাদকতা ঢেলে নেশায় মশগুল ক'রে রেখেছিল, তার চেয়েও বেশি আমি তো আর পেতে চাই নি, তবে কেন সে আমায় অপমান ক'রলে?

আমি তাকে ভালবেসে আসছি, সে যে কবে থেকে তার কোন দিন-ক্ষণ মনে নেই; বড় প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছি তাকে, কিন্তু কোনদিন কামনা করি নি। আগেও মনে হত আর আজও হয় যে, তাকে না পেয়ে আমার জীবনটা ব্যর্থই হ'য়ে গেল, তবু প্রাণ ভ'রে কোনদিনই তো তাকে কামনা করতে পারি নি। বরং যখনই ঐ বিশ্রী কথাটা — মিলন আর পাওয়ার এবড়ো-খেবড়ো দিকটা, একটু-খানির জন্যে মনের কোণে উঁকি মেরে দিয়েছে, তখনই যেন লজ্জায় আর বিতৃষ্ণায় আমার বুক এলিয়ে প'ড়েছে। এত ভুবন-ভরা ভালবাসা আমার কি শেষে দু'দিনেই বাসি হ'য়ে পড়তে দেব?-ছি ছি! না না!

সে দিন মনে হ'য়েছিল, যে-ভালবাসা দু'জনের দেহকে দু'দিক থেকে আকর্ষণ ক'রে মিলিয়ে দেয়, সে তো ভালবাসা নয়, সেটা অন্য কিছু বা মোহ আর কামনা। হয়তো এই মোহটাই শেষে ভালবাসায় পরিণত হ'তে পারত এমনি দূরে দূরেই থেকে, কিন্তু এক নিমিষের মিলনেই সে পবিত্র ভালবাসা কেমন বিশ্রী কদর্যতায় ভ'রে গেল। প্রেমের মিলন তো এত সহজে এমন বিশ্রী হয় না। তাই জীবন আমার ব্যর্থ হবে জেনেও আমি প্রাণ থাকতে তার সঙ্গে মিলি নি। জীবন-

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

ভরা দুঃখ আর ক্লেশ-যাতনা অপমানের পসরা মাথা পেতে নিয়েছি, তবু আমি ভুলেও ভাবতে পারি নি যে, এমনি নির্লজ্জের মত এসে এই আঁধার-পথের মামুলী মিলনে আমার প্রিয়ার অবমাননা করি। আমি জানি, এমনি ক'রেই তাকে এমন ক'রে পাব, যে পাওয়া সকলে পায় না। কেউ ব'লে না দিলেও আমার বিশ্বাস আছে যে, আজ যাকে ব্যর্থ ব'লে মনে করছি, আমার জীবনে সেই ব্যর্থতাই একদিন সার্থকতায় পুষ্পিত পল্লবিত হ'য়ে উঠবে। তাকে ভালবাসি ব'লেই তাকে এমন ক'রে এড়িয়ে এলুম, এই কথাটা বুঝতে না পেরেই কি সে আমায় এমন ক'রে প্রত্যাখান ক'রলে! হায়! প্রাণ প্রিয়তমের পাওয়াকে এড়িয়ে চ'লবার ধৈর্য আর শক্তি পেতে যে আমি কত বেশি বেদনা আর কষ্ট পেয়েছি, তা তুমি বুঝবে না পরী— বুঝবে না! কিন্তু বড় দুঃখ রয়ে গেল যে, হয়তো তুমি আমার ভালবাসার গভীরতা বুঝতে পারলে না। তোমায় অন্যকে বিলিয়ে দিয়ে তোমায় যত বেদনা দিয়েছি, তার চেয়ে কত বেশি ব্যথা যে আমাকে চাপতে হ'য়েছে, কত বড় কষ্ট যে নীরবে সইতে হ'য়েছে, তা যদি তুমি জানতে পারতে পরী, তা'হলে সে-দিন এই কথাটা মনে ক'রে আমায় এত বড় আঘাত করতে পারতে না!...

আমি জানি প্রিয়, সে-দিন তোমার আসবেই আসবে, যে-দিন আমার এই অভিশপ্ত জীবনের সকল কথা সকল আশা অন্তত তোমার কাছে লুকানো থাকবে না। এ তুমি নিজেই আপনা আপনি বুঝতে পারবে, কাউকে তা ব'লে দিতে বা বুঝিয়ে দিতে হবে না। কিন্তু সে-দিন কি আমি আর এ-জীবনে জানতে পারব প্রিয়, তুমি আমায় ভুল বোঝ নি? তা যদি না জানতে পারি, তবে আফসোস প্রিয়, আফসোস!..

এই নাও, আমার সব ঘুলিয়ে গেল দেখছি! এ যেন ঠিক ঘুমের ঘোরে হাজার রকমের স্বপ্ন দেখার মত! কোনটার সঙ্গে কোনটারই সামঞ্জস্য নেই, অথচ অলক্ষ্য থেকে স্বপ্ন-রানী সবগুলিকে একটি ক্ষীণ সুতো দিয়েই গেঁথে দিচ্ছে। আমার সব কথাগুলো যেন ঠিক লাখো ফুলের এলোমেলো মালা!

আবার আমার মনে হ'চ্ছে আমার পক্ষে তার কাছে ও-রকম ক'রে কথা কওয়া বা দেখা দেওয়া কিছুতেই উচিত হয় নি। কেননা, সে নিশ্চয় মনে ক'রেছিল যে, আমি আমার মিথ্যা অহঙ্কারকে কেন্দ্র ক'রে তার কাছে ত্যাগের গর্ব দেখাতে গিয়েছিলুম, আর তাই হয়তো যখন এই কথাটা তার হঠাৎ মনে হ'ল, অমনি কেমন একটা বিতৃষ্ণায় তার মন ভ'রে উঠল আর সে আমায় ও-রকম নির্দয়তা না দেখিয়েই পারলে না। আর একটা কথা, কেউ একটু সামান্য প্রশ্রয় দিলেই আমাদের মত স্নেহ-বুভুক্ষ হতভাগারা এতটা বাড়াবাড়ি ক'রে তোলে যে, সে তখন এই দর্ভাগাদের চেতন করিয়ে দিতে বাধ্য হয়, আর আমারা সেইটাকে হয়তো অপমানের আঘাত বলেই মনে করি। এটা তো আমাদেরই দোষ।

অন্তরের গোপন কথা অন্তরেই না রাখতে পেরে বাইরে প্রকাশ ক'রে দেওয়ার যে দুর্বার লজ্জা আর অক্ষমণীয় অপমান, তা হতে আমায় রক্ষা কর

www.MurchOna.com

খোদা, রক্ষা কর! এর যা শাস্তি, তা বড় নির্মম নিষ্করুণ হ'য়েই আমার মাথার ওপর চাপাও।

কিন্তু ঘুমের ঘোর আমার এখনও কাটে নি। মন এমন একটা জিনিস বা মনের এমন একটা দুর্বলতা আছে যে, সে সহজে কোন জিনিসের শক্ত দিকটা দেখতে চায় না। বুঝলেও অবুঝের মত সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চ'লতে চায়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কে যেন মনের মুন্ডুটা ধ'রে ঐ নিষ্করুণ নীরস দিকটাই দেখতে বাধ্য করায়; সে বোধ হয়, মনেরই পেছনে প্রচ্ছন্ন একটা দুর্নিবার শক্তি।

দেখেছ মজা! আমার মন এটা নিশ্চয়ই জেনে বসেছে যে, সে অমাকে আমার চেয়েও বেশি ভালবাসে! তবে সে-দিন যে সে আমায় অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে! সে বড় দুঃখে গো, বড় দুঃখে। তার মত অভিমানীর আত্ম-মর্যাদাকে ডিঙিয়ে চলার সামর্থ্য নেই। তাই বড় কষ্টে তাকে এত শক্ত হ'তে হ'য়েছিল। নইলে ঐ নিষ্ঠুর কথাটা ব'লবার পরই কেন হু-হু ক'রে অশ্রুর হড়পা-বান ব'য়ে গেল তার চোখের বুকের সব আবরণ ভাসিয়ে দিয়ে। সব মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু ঐটা—এত বড় একটা সত্য তো মিথ্যা হ'তে পারে না। অন্ধ, তুমি সেই সময় যদি তার মর্মন্তুদ ব্যথার বেদনা বুঝতে পারতে, তার এই অভিমান-বিধুর অকরুণ কথার উৎস কোথায় দেখতে পেতে, তা হ'লে আজ ঐ মিথ্যা দুঃখটা, তোমায় এত কষ্ট দিত না। সে যদি এত বেশি অভিমানিনী না হ'ত, তা হ'লে সাধারণ রমণীর মত অনায়াসে তোমার পায়ে মুখ গুঁজে প'ড়ে কেঁদে উঠতো,—ওগো অকরুণ দেবতা। খুব ক'রেছ। খুব উদারতা দেখিয়েছ! আর এ হতভাগিনীকে জ্বালিও না! এতই দেবত্ব দেখাতে চাও যদি, তবে এস না!

কিন্তু তা হ'লে তো আমার প্রিয় মহান্! এই কথাটির গৌরবে আমার রিক্ত বুক এমন ক'রে ভ'রে উঠতে পারত না! ভালই ক'রেছ খোদা, তুমি ভালই ক'রেছ। প্রতিদিনের মত আজ তাই বড় প্রাণ হ'তেই ব'লছি, —তুমি চির মঙ্গলময়। আবার ব'লছি, —"তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।"

* * *

এ আর এক দিনের কথা।... পরী তার তে-তলার দালানের কামরায় ব'সে-নিশীথ রাতের সুষুপ্তিকে ব্যথিয়ে আনমনে গাচ্ছিল,—দিগ্‌বালারা আজ জাগল না। নব-ফাগুনে মেঘ ক'রেছে। মুখর ময়ূরের কলকণ্ঠের সাথে মাঝে মাঝে আকুল মেঘের ঝমঝমানি শোনা যাচ্ছে, ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্!.. নিত্যকার নৃত্য-মুখর প্রভাত এখন রোজই স্তব্ধ হ'য়ে শুধু ভাবে আর ভাবে। বর্ষণ-পুলকিত পুষ্প-আকুলিত এই বল্লী-বিতানের আর্দ্র-স্নিগ্ধ ছায়ে ব'সে আমার মনে হয়, আমার প্রিয়তমাকে আমি হারিয়েছি, আবার মনে হয়, না, বড় বুক ভ'রেই পেয়েছি গো, তাকে পেয়েছি! আজ আমার ফুল-শয্যার নিশি ভোর হবে। এ ভারে বারিও ঝরবে, বারি-ধৌত ফুলও ঝ'রবে, আবার শিশুর-মুখে-অনাবিল

হাসির মত শান্ত কিরণও ঝরবে। ওগো আমার বসন্ত-বর্ষার বাসর-নিশি, তুমি আর যেও না—হায়, যেও না।

আবার বিজন কুটিরে সেই গান আমার বিনিদ্র কানে যেন এক রোদন ভ'রা প্রতিধ্বনি তুলছিল। আমি ভাবছিলুম যে, হায়, মাঝে আর তিনটি দিন বাকি। তারপর এই পনের বছরের চেনা-গলার মিঠা আওয়াজ আর শুনতে পাব না, এই আমার বিশ বছরের জীবনে জড়িয়ে-পড়া নিতান্ত আপনার মানুষটিকে হারাতে হবে। কিন্তু হয়ত সারা জনম ধ'রে এরই রেশ আমার প্রাণে বীণার ঝঙ্কার তুলবে।.. এই তিনটি দিনই মাত্র তাকে আমার ব'লে ভাবতে পারব, তার পরে আমার কাছে তার চিন্তাটা যেমন দূষণীয়, তার কাছেও আমার চিন্তাটা সেই রকম অমার্জনীয় অপরাধ হবে। আর এক জনের হ'য়ে সে কোন দূর দেশে চ'লে যাবে , আমিও চ'লে যাব সে কোন বাঁধন হারার দেশ পেরিয়ে । তারপর দীর্ঘ বিধুর-মধুর অলঙ্ঘনীয় একটা ব্যবধান!..

এই সব কথা মনে প'ড়তেই আমি বৃষ্টি ধারার ঝম ঝমানির সাথে গলার সুর বেঁধে গাইলুম,— ওগো প্রিয়তম, এস আমরা দু'জনেই পিয়াসী চাতক-চাতকীর মত কালো মেঘের কাছে শান্ত বৃষ্টি ধারা চাই। আমরা চাঁদের সুধা নেব না প্রিয়! আমার তো চকোর-চকোরী নই। চাতক-মিথুন আমরা চাইব শুধু বর্ষণের পূত আকুল ধারা! এস প্রেয়সী আমার, এই আমাদের ফাল্গুনের মেঘ বাদলের দিনে আমরা উভয়কে স্মরণ করি আর চ'লে যাই! এই বসন্ত বর্ষার নিশীথিনীর মতই আমার মনের-মাঝে এস তোমার গুঞ্জরণ-ভরা ব্যথিত চরণ ফেলে।..তার পরে দূরে দাঁড়িয়ে সজল চারিটি চোখের চাউনির নীরব ভাষায় বলি,— 'বিদায়'!

সে আমার গান শুনেছিল কি না জানি নে। কিন্তু সে সময় মেঘের ঝরা থেমেছিল, আর তার বাতায়ন চিরে ম্লান একটু দীপশিখা আমার বিজন কুটিরে কাঁপতে কাঁপতে নেমেছিল।..

তারপর ঝড়ো হাওয়ার সাথে মেতে আগল-ছাড়া পাগল মেঘের ঐ একরোখা শব্দ—রিম্—ঝিম্—রিম্।...

* * *

বিসর্জনের দিন। নহবৎ-খানায় তারই বিসর্জনের বাজন বজছে! সান্ত্বনা আর অশান্ত এক-বুক বেদনা — এই দুটো মিলে আমায় এমন অভিভূত ক'রে ফেলেছে যে, অতি কষ্টে আমার এ শান্ত দেহটাকে খাড়া ক'রে রেখেছি। আর—আর একটু পরেই যেন খুঁটি দিয়ে খাড়া-করা এই জীর্ণ ঘরটা হুড়মুড় ক'রে ধ্ব'সে প'ড়বে।

বাইরে বেরিয়ে এলুম। সেখানেও ঐ একই একটা অসোয়াস্তি আর অরুন্তুদ যন্ত্রণা। নিদাঘ সাঁঝের ধূসর আকাশ ব্যথায় উদাস-পান্ডুর হ'য়ে ধরার বুক আঁকড়ে হুমড়ি খেয়ে প'ড়েছিল, আর অলক্ষ্যে ক্রমেই সে বেদনায় গুমোট কালো-জমাট হ'য়ে আসছিল। আমের মুকুলের সাথে পাশের গোরস্থান থেকে গুলঞ্চের মালঞ্চ

www.MurchOna.com

যে করুণ সুগন্ধের আমেজ দিচ্ছিল, তাকে আমি কিছুতেই কান্না চেপে রাখতে পারছিলুম না। ওঃ! সে কি দুর্জয় অহেতুক কান্নার বেগ! এই রোদনের সাথে একটা ক্লান্তি ভরা স্নিগ্ধতাও যেন ফেনিয়ে আমার ওষ্ঠ পর্যন্ত ছেপে উঠেছিল!

* * *

পরীর বিয়ে হ'ল..। দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। সম্প্রদান হ'ল। তার পরেই আমি আর এই কথাটা গোপন রাখতে পারলুম না যে, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তখন সকলেই এক বাক্যে স্বীকার ক'রলে যে, আমাদের মত আত্নীয়-স্বজনহীন ভবঘুরে হতভাগাদের জন্যেই বিশেষ ক'রে এই সৈন্যদলের সৃষ্টি! আমিও মনে-মনে বললুম— 'তথাস্তু! দু'একজন বন্ধু মামুলি ধরনের লৌকিকতা দেখিয়ে এক-আধটু দুঃখ প্রকাশও ক'রলেন।

সে দিন কেঁদেছিল শুধু আমার দূর-সম্পর্কের একটি ছোট বোন! তাই তার সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলে সে ব'ললে, "যাও ভাই জান! হয়তো আর তোমায় ফিরে পাব না। কিন্তু তবু তুমি এত বড় একটা কাজে যাচ্ছ যে, সেটায় বাধা দেওয়া মস্ত পাপ আর স্বার্থপরতা। এমন একটা কাজে জীবন উৎসর্গ ক'রতে গেলে দেশের কোন বোনই যে তার ভাইকে বাধা দিতে পারে না। আমাদের দেশে বীরঙ্গনা না থাকলেও বীর-ভাইদের বোন হওয়ার মত সৌভাগ্যবতী অনেক রমণী আছেন। তাঁরাও নিশ্চয়ই নিজের ভাইকে বীর-সাজে সাজিয়ে দেশরক্ষা ক'রতে পাঠাতে পারেন। ভুলে যেও না ভাই-জান যে, রণদুর্মদ মুসলমান জাতির উষ্ণ রক্ত আমাদেরও দেহে রয়েছে। আমরা আসছি সেই একই উৎস হ'তে। এ-রক্ত তো শীতল হবার নয়। "

আমি আমার এই মুখরা বোনটিকে বড় বেশি স্নেহ করতুম। তাই তার সে-দিনকার এই সব কথার গৌরবে আমার বুক ভ'রে উঠেছিল। আমার অসম্বরণীয় অশ্রু রুখতে গিয়ে দেখলুম, ততক্ষণে আমার বোনের চোখ দু'টি জলে ভাসছে। তাকে আর কখনও কাঁদতে দেখি নি। একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে সে আমায় ব'ললে,— "তোমাকে বাধা দিতে কেউ নেই ব'লে তুমি হয়তো অন্তরে বড় কষ্ট পাচ্ছ ভাই-জান, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো যে, আমার মত আজ অনেকেই তোমার কথা ভেবে লুকিয়ে কাঁদছে।— হাঁ একটা কথা। একবার আমার সই পরীদের বাড়ি যাও। এ শেষ-দেখায় কোন লজ্জা-শরম ক'রো না ভাই। পরী বড় অস্থির হ'য়ে প'ড়েছে,তার অন্তিম অনুরোধ, একবার তাকে দেখা দাও! "..

হায় রে সংসার-মরুর স্নেহ-নির্ঝরিণী-স্বরূপা ভগিনীগণ! তোরা চিরকালই এমনি সন্ন্যাসিনী, অথচ ভারে ভারে পবিত্র স্নেহ ঘরে-ঘরে বিলিয়ে বেড়াচ্ছিস্! বড় দুঃখ তোদের সহজে কেউ চেনে না। যে হতভাগার বোন নেই, সে-ই বোঝে তার দুঃখ-কষ্ট কত বড়। মুখে অনেক সময় তোদের কষ্ট দেবার ভান ক'রলেও তোরা বোধ হয় সহজেই বুঝিস যে, আমাদের বুকে তোদের মত অনাবিল

www.MurchOna.com

একটি স্নেহ-প্রীতির প্রশান্ত ধারা ব'য়ে যাচ্ছে, তাই তোরা মুখ টিপে হাসিস। আবার কাজের সময় কেমন ক'রে এত বড় তোদের স্নেহ-বেষ্টনীকে ধূলিসাৎ ক'রে দিস!

আমার এই বড় গৌরবের, বড় স্নেহের বোনটিকে আশীর্বাদ ক'রবার ভাষা পাইনি সে-দিন। তার আনত মস্তকে শুধু দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আমার প্রাণের মঙ্গলাকাঙ্খা জানিয়েছিল।

খুব সহজেই পরীর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলুম। এই নির্বিকার তৃপ্তিতে আমার নিজেরই বিস্ময় এল! কি ক'রে এমন হয়?....

পরী নব-বধূর বেশে এসে যখন আমার পা ছুঁয়ে সালাম ক'রলে, তখন বরষার স্রোতস্বিনীর চেয়েও দুর্বার অশ্রুর বন্যা তার চোখ দিয়ে গ'লে প'ড়ছে! মুহূর্তের জন্যে দুর্জয় একটা ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে আমার বুকটা যেন খান-খান হ'য়ে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হ'ল। প্রাণপণে আমি আমার অশ্রুরুদ্ধ কম্পিত স্বরকে সহজ সরল ক'রে তার মাথায় হাত রেখে স্নিগ্ধ-সজল কণ্ঠে বললুম,"চির-আয়ুষ্মতী হও! সুখী হও!"

সে শুধু স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মহিমময়ী রানীর মতই চলে গেল।

যখন আমার ভাঙা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে শেষ. চাওয়া চেয়ে নিলুম, তখন মনে হ'ল যেন সজনে ফুলের হাত-ছানিতে' আমার পল্লী মাতা আমায় ইশারায় বিদায় দিলে! একবার নদীপারের শিমুল গাছটার দিকে চেয়ে মনে হ'ল যেন তার ডালে-ডালে নিরাশ প্রেমিকের 'খুন' আলুদা' হৃৎপিন্ডগুলো টাঙানো র'য়েছে!.. সে দিন ছল ছল ময়ূরাক্ষীর নির্মল ধারা তেমনি মায়ের বুকের ক্ষীরধারার মতই ব'য়ে যাচ্ছিল।

স্বপ্নের মত বিহ্বলতায় ভ'রা সে কোন্ সুরপুর হ'তে আধ ঘুমে গীত আধখানা গানের প্রাণস্পর্শী—ব্যঞ্জনা আমার কানে এল, —

'অনেক দিনের অনেক কথা ব্যাকুলতা বাঁধা বেদন-ডোরে,
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে!

শান্তির মত শুভ্র এক বুক পবিত্রতা নিয়ে অজানার দিকে তখন পাড়ি দিলুম। আর একটিবার আমার শূন্য ঘরটার দিকে অশ্রুভরা দৃষ্টি ফিরিয়ে আকুল কণ্ঠে কয়ে উঠলুম—"জয় অজানার জয়।"

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com